BRAC UNIVERSITY

Paper Clipping

প্রথম আলো রোববার, ১ জুন ২০০৮

জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) ব্যারিস্টার মনজুর হাসান, ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান—প্রথম আলো

দুই দলকে সংলাপে আনতেই হবে : রেহমান সোবহান

পরিবর্তনের ফল নির্ভর করছে সরকার ও রাজনৈতিক দলের ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের জন্য ২০০৭ সালটি ছিল পরিবর্তনের বছর। পরিবর্তনের ফল পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো আগামী ছয় মাস। তবে সবকিছুই এখন নির্ভর করছে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর পদক্ষেপের ওপর।

এ জন্য যেভাবেই হোক, প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে সংলাপে আনতে হবে বলে মনে করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। প্রয়োজনে তিনি সমঝোতা করারও পরামর্শ দিয়েছেন।

বাংলাদেশের শাসন পরিস্থিতি-২০০৭ প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার এসব কথা বলা হয়। ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেছেন, ২০০৭ সালে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা দেশের শাসনব্যবস্থায় ইতিবাচক ধারা বয়ে আনবে। এর ফলে সরকারের সামনে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার বেশ কিছু উদ্যোগও নিয়েছে। তবে এর সফলতা নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব উদ্যোগ ও নির্বাচনের আগে আগামী ছয়-সাত মাসে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে তার ওপর।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজের (আইজেএস) পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। এ সময় মূল বক্তব্য তুলে ধরেন আইজেএসের সহকারী পরিচালক ও গবেষণা দলের প্রধান ড. শাহনাজ করিম। স্বাগত বক্তব্য দেন আইজেএসের পরিচালক ব্যারিস্টার মনজুর হাসান।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, রাজনৈতিক সংস্কার সফল হবে কি না তা নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পক্ষগুলোর ওপর। নির্বাচন কমিশন সংস্কারের উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়ন ও সফল করার কাজ করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। বাংলাদেশ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে—এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সরকারের নেওয়া সব উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করছে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর। এ কারণেই সামনের ছয় বা সাত মাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

চলমান সংলাপ সফল হবে কি না, এ সম্পর্কে অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, শিগগিরই সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে। বড় দুটি রাজনৈতিক দল আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সংলাপে প্রধান দুটি দলকে যেভাবেই হোক রাজি করাতে হবে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান এ সময় আরও বলেন, হাসিনা-খালেদা এখনো বড় দুই দলের প্রধান। দলীয় প্রধান থেকে দুই নেত্রীকে তাদের দল সরায়নি। ফলে দুজনকে সংলাপে আনার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নিতে পারে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, শাসন পরিস্থিতি-২০০৭ প্রতিবেদনটি মূলত আইজেএসের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে ২০০৭ সালের শাসন পরিস্থিতি নিয়ে একটি জরিপও প্রকাশ করা হয়েছে। শহর ও গ্রামের তিন হাজার মানুষের মধ্যে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী এ বিষয়ে বলেন, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার শেকড় খোঁজার জন্যই গবেষণা চালানো হয়েছে। দেশে টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বর্তমান সরকারের নেওয়া উদ্যোগ সফল হবে বলে তিনি আশা ... মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তা যাতে সফল হয়, সে লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করা উচিত।

প্রতিবেদন প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে বলা হয়, ৩৬ বছরে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করে নির্বাহী বিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। এমনকি নব্বই-পরবর্তীকালে গণতন্ত্র অভিমুখী যাত্রাও এই প্রবণতার কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। এ সময়কালে রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনে দলীয়করণের মাধ্যমে নিজ নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে বিজয়ীর সবকিছু নিয়ে নেওয়ার প্রবণতা। যেহেতু ক্ষমতা বদলের দুষ্টচক্রে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল প্রত্যেককেই লাভবান করেছে, সেহেতু রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি পরিবর্তনে কোনো দলই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষমতায় এসে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা বলেছিল। কিন্তু দেখা গেছে, বাস্তবে ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের কাছে আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আবার বিগত আমলের দুর্নীতি ও ... যার মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চপর্যায়ের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং আমলাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান সরকার অনির্বাচিত এবং তাদের নিজেদেরও জবাবদিহির কোনো ব্যবস্থা নেই। জবাবদিহির স্বাভাবিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থেকেছে নির্বাহী বিভাগের ওপর। আবার বিগত সময়ে দেশে দুর্নীতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করা হতো। বর্তমান সরকার এসে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালানোর পর পরিস্থিতি বরং আরও খারাপ হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে। জ্বালানি সমস্যা তীব্র হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও সরকারের প্রতি আস্থা পাচ্ছে না। এর প্রভাবে সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ধীরগতি নেমে এসেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও আগামী ছয় মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যারিস্টার মনজুর হাসান বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো দ্রুত কাটানোর জন্য উদ্যোগও নিয়েছে। এর ফলে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কেটে যাবে বলে আশা করা যায়, ...